মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়ালী সেতুর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন

বক্স গার্ডার নির্মাণ কাজ

সংযোগ সড়ক (পিরোজপুর প্রান্ত)

টোল প্লাজা

সংযোগ সড়কে সেতু (বরিশাল প্রান্ত)

নদীশাসন সহ বিনোদন এলাকা

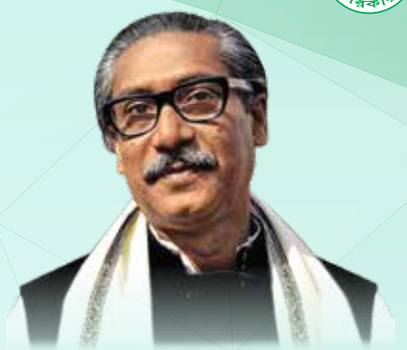

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব
৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু

শুভ উদ্বোধন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

তারিখ: ২০ ভাদ্র ১৪২৯ / ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২

পটভূমি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর উপজেলা ও কাউখালী উপজেলার মধ্যবর্তী বেকুটিয়া নামক স্থানে রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়কটি কঁচা নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কঁচা নদীর প্রশস্ততা প্রায় ১ (এক) কিলোমিটার এবং নদীতে কোনো সেতু না থাকায় ফেরীতে নদী পারাপারে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় লাগে। বর্ষাকালে এ নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পায় ও নদীর স্রোত তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে নদী পারাপারের সময় আরও বেড়ে যায়। আবহাওয়া প্রতিকুল থাকলে ফেরী চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হয়। রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা মহাসড়কটি খুলনা ও বরিশাল বিভাগের মধ্যে সড়ক যোগাযোগের অন্যতম সহজ ও সাশ্রয়ী রুট হওয়ায় পিরোজপুর জেলার বেকুটিয়ায় কঁচা নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবী দীর্ঘদিনের। বিষয়টি অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ মার্চ, ২০১৩ তারিখে পিরোজপুরে এক জনসভায় কঁচা নদীর উপর সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন। এরই ধারাবাহিকতায় এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও চীন সরকারের মধ্যে পিরোজপুরের বেকুটিয়ায় ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ০১ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

১৮৯৩ মিটার দীর্ঘ পিসি বক্স-গার্ডার সেতুটির উভয় প্রান্তে মোট ১৪৬৭ মিটার সংযোগ সড়ক রয়েছে। সেতুর বেকুটিয়া প্রান্তে নদী তীরবর্তী ২২০ মিটার স্থান নদী শাসনের মাধ্যমে উন্নয়নের ফলে সেতু সংলগ্ন এলাকায় নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উভয় প্রান্তের জনসাধারণের জন্য সেতু সংলগ্ন এলাকাটি পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহারেরও সুযোগ তৈরী হয়েছে। চীন সরকারের আর্থিক অনুদানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান China Major Bridge Reconnaissance and Design Institute Co. Ltd. এর তত্ত্বাবধানে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান China Railway 17th Bureau Group Co. Ltd. কর্তৃক সেতুটি নির্মাণ করা হয়। বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ সেতুটি "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু" নামকরণ করা হয়।

"বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু" উন্মুক্ত হলে বরিশাল বিভাগের সাথে খুলনা বিভাগের নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের পাশাপাশি পায়রা সমুদ্র বন্দরের সাথে মোংলা সমুদ্র বন্দর ও বেনাপোল স্থল বন্দরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ এবং পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু চালু হওয়াতে "বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু" সংলগ্ন জেলাসমূহ তথা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নিরাপদ, সময় সাশ্রয়ী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসার, চিকিৎসা লাভের অপার সুযোগ তৈরী হবে। সেতুটি উদ্বোধনের ফলে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হলো।

সেতুর লোকেশন ম্যাপ

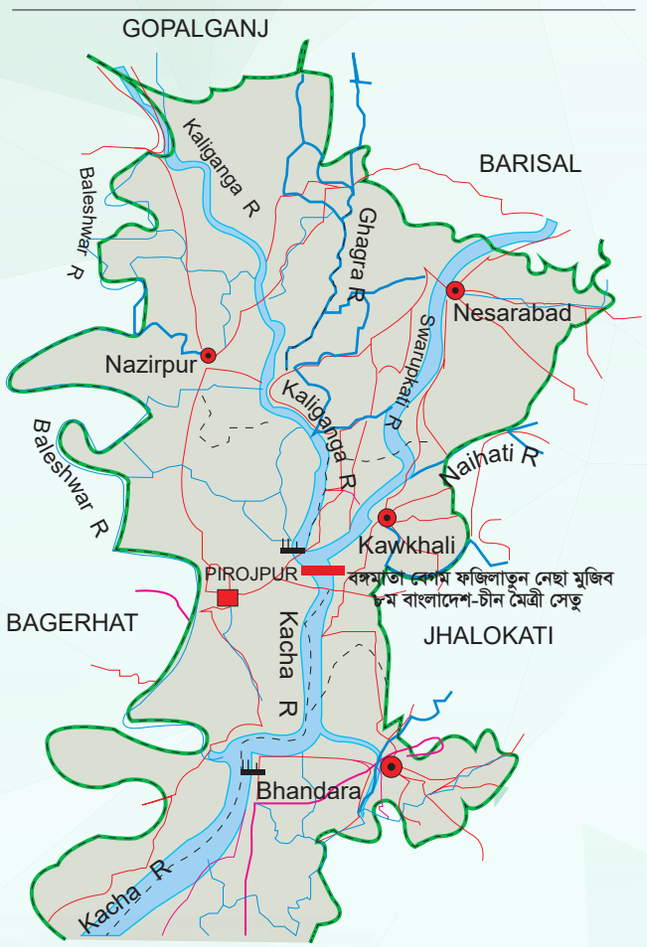

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব
৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	:	রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২তম কি.মি. -এ কঁচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
অর্থায়ন	:	গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার (অনুদান) ও বাংলাদেশ সরকার
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
মোট প্রকল্প ব্যয়	:	৮৯৪.০৮ কোটি টাকা জিওবি = ২৩৯.২৮ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য (China Grant)= ৬৫৪.৮০ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	:	অক্টোবর, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২২
সেতুর অবস্থান	:	রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা সড়ক (জেড-৮৭০২) এর বেকুটিয়া নামক স্থানে
সেতুর নির্মাণ কাল	:	১লা জুলাই, ২০১৮ হতে ৩০শে জুন, ২০২২
সেতুর ধরণ	:	পিসি বক্স গার্ডার সেতু
সেতুর দৈর্ঘ্য	:	১৪৯৩ মিটার
সেতুর প্রস্থ	:	১৩.৪০ মিটার (উভয় পার্শ্বে হার্ড শোল্ডার ও ফুটপাত সহ ২ লেন)
মুল সেতুর দৈর্ঘ্য	:	৯৯৮ মিটার
মুল সেতুর স্প্যান সংখ্যা	:	৯ টি; পিয়ার সংখ্যা: ০৮ টি
ফাউন্ডেশনের ধরন	:	কাষ্ট-ইন-সিটু পাইল পাইলের সর্বোচ্চ গভীরতা = ১১৭ মিটার পাইলের ডায়া = ২ মিটার
ভায়াডাক্ট এর দৈর্ঘ্য	:	৪৯৫ মিটার
ভায়াডাক্ট এর স্প্যান সংখ্যা	:	১৫ টি; পিয়ার সংখ্যা: ১৫ টি
এ্যাবাটমেন্ট সংখ্যা	:	২ টি
সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য	:	১.৪৬৭ কিলোমিটার (বরিশাল প্রান্তে ৪৪৪ মিটার ও পিরোজপুর প্রান্তে ১০২৩ মিটার)
নেভিগেশন	:	ভ্যার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স = ১৮.৩০ মিটার হরিজন্টাল ক্লিয়ারেন্স = ১২২ মিটার
ভুমি অধিগ্রহণ	:	১৩.৩২ হেক্টর
নদী তীর রক্ষাপদ কাজ	:	২২০ মিটার (বরিশাল প্রান্ত)
প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কাজ	:	➢ ১২ মিটার আরসিসি সেতু, ১টি ➢ ৪.৫০ মিটার বক্স কালভার্ট, ১ টি
জনস্বার্থে কৃত কাজ (প্রকল্প বহির্ভূত)	:	• সেতুর বরিশাল প্রান্তে নদী পাড়ে ২২০ মিটার দীর্ঘ ও ৫৫ মিটার প্রস্থ বিনোদন এলাকা উন্নয়ন • সেতুর বরিশাল প্রান্তে এপ্রোচ সড়ক সংলগ্ন ৬০ মিটার দীর্ঘ ও ৫ মিটার প্রস্থ বিটুমিনাস সড়ক • বরিশাল প্রান্তে এপ্রোচ সড়কের নীচে ৬০ মিটার দীর্ঘ ও ৫ মিটার প্রস্থ কংক্রিট সড়ক • পিরোজপুর প্রান্তে ১২০ মিটার দীর্ঘ ও ৩.৫০ মিটার প্রস্থ কংক্রিট সড়ক